ডঃ অর্ণা ভট্টাচার্য সম্পাদিত অনুবাদ-টীকামূলক বৃহদারণ্যকোপনিষদ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্যগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শ্রীমতী ঝিউলি দাস
সংস্কৃত বিভাগ
দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
বনগ্রাম

Scanned by CamScanner

গন্ধর্বাণামুপভোগযোগ্যম্ তথা দেবানাং দৈবং, প্রজাপতেঃ প্রাজাপত্যং, ব্রহ্মণ ইদং ব্রাহ্মং বা যথাকর্ম যথাশ্রুতমন্যেষাং বা ভূতানাংসম্বন্ধি শরীরান্তরং কুরুত ইত্যভিসংবধ্যতে।

টীকা—পেশস্কারঃ—পেশঃ করোতি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ, পেশস্+কৃ+অণ্

পিত্র্যম্—পিতৃ+যৎ

গান্ধর্বম্—গন্ধর্ব+অণ্।

দৈবম্—দেব+অঞ্

প্রাজাপত্যম্—প্রজাপতি+যক্

ব্রাহ্মম্—ব্রহ্মণঃ ইদম্ ইতি ব্রহ্মন্+অণ্। 'ব্রাহ্মোঽজাতৌ' এই সূত্রানুসারে জাতি না বুঝাইলে ব্রহ্মণ্ শব্দের 'ন্' এর লোপ হয়। কিন্তু জাতি বুঝাইলে 'ন্' এর লোপ হয় না। যথা—ব্রহ্মণঃ অপত্যং পুমান্ ইতি ব্রাহ্মণঃ।

আভাসভাষ্যম্—যেঽস্য বন্ধনসংজ্ঞকা উপাধিভূতাঃ, যৈঃ সংযুক্তস্তন্ময়োঽয়মিতি বিভাব্যতে, তে পদার্থাঃ পুঞ্জীকৃত্য ইহ একত্র প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে।

আভাসভাষ্যের বাংলা অনুবাদ—জীবের 'বন্ধন' নামে যে উপাধিগুলি আছে, সেই উপাধিগুলির সহিত জীব অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই বন্ধনগুলিকে একত্রিত করিয়া প্রদর্শন করা হইতেছে।

মন্ত্রঃ—**স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্মময়োঽধর্মময়ঃ সর্বময়স্তদ্‌যদেতদিদংময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি**

Scanned by CamScanner

পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম কুরুতে যৎকর্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে॥ ৪।৪।৫

সংস্কৃত শব্দার্থ—সঃ অয়ম্ আত্মা (যঃ এবং সংসরতি স এব জীবাত্মা) ব্রহ্মবৈ (ব্রহ্ম এব) [নিরুপাধিঃ সন্ আত্মা ব্রহ্ম এব পরন্তু উপাধিসম্পর্কাৎ স এব আত্মা ভিন্নরূপেণ প্রতিভাতি।] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ তেনৈব উপলক্ষ্যমাণঃ) মনোময়ঃ (মনঃ সন্নিকর্ষাৎ তদুপহিতঃ) প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ, যেন চেতনশ্চলতীব লক্ষ্যতে তন্ময়ঃ) চক্ষুর্ময়ঃ (রূপদর্শন-ব্যাপারযোগাৎ তন্ময়ঃ) শ্রোত্রময়ঃ (শব্দশ্রবণব্যাপারযোগাৎ তন্ময়ঃ) [এবং জীবাত্মা বুদ্ধিপ্রাণদ্বারেণ করণময়ঃ সন্ পৃথিব্যাদিভূতময়ো ভবতি], পৃথিবীময়ঃ (পার্থিবাদিশরীরারম্ভে পৃথিবীময়ো ভবতি) আপোময়ঃ (বরুণাদিলোকেষু আপ্যশরীরারম্ভে আপোময়ো ভবতি) বায়ুময়ঃ (বায়ব্য-শরীরারম্ভে বায়ুময়ো ভবতি), তথা আকাশময়ঃ (আকাশ শরীরারম্ভে আকাশময়ো ভবতি), তেজোময়ঃ (তৈজসদেব শরীরারম্ভে তেজোময়ো ভবতি), অতেজোময়ঃ (তেজোব্যতিরিক্তানি পশ্বাদিশরীরাণি নরকপ্রেতাদিশরীরাণি চ অতেজোময়ানি) কামময়ঃ (ইদং ময়া প্রাপ্তম্, অদো ময়া প্রাপ্তব্যম্ ইতি কামনয়া কামময়ো ভবতি), অকামময়ঃ (কামনায়াঃ দোষত্বেন তদ্বিষয়াভি-লাষপ্রশমত্বাৎ প্রসন্নমকলুষঞ্চ চিত্তং, তন্ময়ঃ অকামময়ঃ) ক্রোধময়ঃ (কামবিহ-তত্বাৎ ক্রোধঃ সঞ্জাতঃ, তন্ময়ঃ ক্রোধময়ঃ), অক্রোধময়ঃ (ক্রোধস্য কেনাচিদু-পায়েন নিবর্তনাৎ চিত্তং প্রসন্নমনাকুলং সৎ অক্রোধো ভবতি, তন্ময়ঃ অক্রোধ-ময়ঃ), ধর্মময়ঃ (কামক্রোধাদিভির্বিনা ধর্মাদিপ্রবৃত্তিঃ তদ্ যুক্তো ধর্মময়ঃ), অধর্মময়ঃ (কামক্রোধাদিভি র্যুক্তঃ অধর্মঃ, তন্ময়ঃ অধর্মময়ঃ), সর্বময়ঃ

Scanned by CamScanner

(সমস্তং কর্ম ধর্মাধর্মব্যাকৃতমতঃ সর্বং ধর্মাধর্ময়োঃ ফলং, তৎ প্রতিপদ্য-মানস্তন্ময়ঃ সর্বময়ো ভবতি), তৎ এতৎ (ইদং রূপং সিদ্ধমন্যচ্চাস্তি) যৎ (যস্মাৎ) ইদংময়ঃ (প্রত্যক্ষেণোপহিতঃ) অদোময়ঃ (পরোক্ষবিষয়োপহিতঃ), [সংক্ষেপতঃ ইদমেব উচ্যতে—] যথাকারী (যথা কর্ত্তুং শীলমস্য ইতি যথাকারী, করণং নাম নিয়তা ক্রিয়া বিধিপ্রতিষেধাদিগম্যা) যথাচারী (যথা আচরিতুং শীলামস্য ইতি যথাচারী, আচরণং নাম অনিয়তা ক্রিয়া) তথা (কর্মাচারণানুসারেণ ফলভাক্) ভবতি, সাধুকারী (যঃ সাধুকর্ম করোতি) সাধুর্ভবতি (উত্তমো ভবতি) পাপকারী (যঃ পাপকর্ম করোতি) পাপো ভবতি (পাপী ভবতি) পুণ্যেন কর্মণা (যেন কর্মণা পুণ্যং ভবতি তেন কর্মণা) পুণ্যো ভবতি (পুণ্যবান্ ভবতি) পাপেন (যেন কর্মণা পাপো ভবতি তেনৈব কর্মণা) পাপো ভবতি (পাপাত্মা ভবতি) ।

অথো খল্বু আহুঃ (বন্ধনবিষয়ে বিশেষজ্ঞাঃ কথয়ন্তি) অয়ং পুরুষঃ (জীবঃ) কামময়ঃ এব ইতি (কামপ্রযুক্তো হি পুরুষঃ পুণ্যাপুণ্যে কর্মণী উপচিনোতি), সঃ যথাকামঃ ভবতি (কামনাবান্ ভবতি) তৎক্রতুঃ ভবতি (অধ্যবসায়পরো ভবতি) যৎক্রতুঃ ভবতি (যাদৃশ সংকল্পবান্ ভবতি) তৎ কর্ম (সংকল্পিতং কর্ম) কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তৎ অভিসংপদ্যতে (তাদৃশং ফলম্ অভিধত্তে) ।

বাংলা শব্দার্থ—সঃ অয়ম্ আত্মা (সংসারী জীবাত্মা) ব্রহ্ম বৈ (তিনি ব্রহ্মই হন) [আত্মা যখন উপাধি রহিত হন তখন ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু উপাধি যুক্ত হইলেই আত্মা ভিন্নরূপে অর্থাৎ জীবাত্মা প্রভৃতিরূপে প্রতীত হন] বিজ্ঞানময়ঃ (আত্মাই বিজ্ঞানময় হন অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা উপহিত হন) মনোময়ঃ (আত্মা মনের দ্বারা সন্নিকৃষ্ট হইলে মনোযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন) । প্রাণময়ঃ (পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণের সাহায্যেই আত্মার চৈতন্য প্রতীত হয় বলিয়াই আত্মা প্রাণময়), চক্ষুর্ময়ঃ (রূপদর্শন রূপ কার্য করেন বলিয়া

Scanned by CamScanner

আত্মা চক্ষুঃস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হন), শ্রোত্রময়ঃ শ্রবণ কার্য সম্পন্ন করেন বলিয়া আত্মা শ্রোত্রময়), [পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূত পদার্থ লইয়া দেহ সৃষ্ট হইলে সেই দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে জীবাত্মা বলা হয় । সেই জীবাত্মা বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত বলিয়াই প্রতীত হন], পৃথিবীময়ঃ (পার্থিব শরীর যুক্ত) আপোময়ঃ (বরুণ প্রভৃতি লোকে যাইবার উপযুক্ত আত্মা জলের দ্বারা যুক্ত), বায়ুময়ঃ (বায়ব্য শরীর যুক্ত আত্মা), তথা আকাশময়ঃ (সেই রূপ আকাশ শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মা), তেজোময়ঃ (তৈজস শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা), .অতেজোময়ঃ (তৈজসশরীর ভিন্ন পশু প্রভৃতি প্রাণীর ও প্রেতলোকের উপযুক্ত শরীরের দ্বারা অবছিন্ন আত্মা), কামময়ঃ (আমি ইহা পাইয়াছি এবং উহা পাইব এইরূপ অভিলাষী আত্মা) অকামময়ঃ (কামনা দোষযুক্ত বলিয়া তাহা হইতে বিমুক্ত আত্মা), ক্রোধময়ঃ (কামনা চরিতার্থ না হইলে আত্মা ক্রোধযুক্ত হন), অক্রোধময়ঃ (ক্রোধ না থাকিলে প্রসন্নচিত্ত আত্মা অক্রোধময় হন) ধর্মময়ঃ (কাম ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে ধর্মকর্মে প্রবৃত্ত আত্মা), অধর্মময়ঃ (কামক্রোধ যুক্ত আত্মা), সর্বময়ঃ (কামক্রোধযুক্ত হইয়া অধর্মপর ও কামক্রোধবিনির্মুক্ত হইয়া ধর্মপর, এইরূপে ধর্মাধর্মের ফলযুক্ত আত্মা), তৎ এতৎ (এইরূপে আত্মার রূপ নির্ণয় হয়—আত্মার অন্য রূপও আছে) যৎ (যেহেতু) ইদংময়ঃ (প্রত্যক্ষবিষয়যুক্ত), অদোময়ঃ (পরোক্ষ বিষয় যুক্ত) যথাকারী (শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধরূপে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য সেই রূপ কর্মানুষ্ঠান-কারী) যথাচারী (বিধি ও নিষেধরূপে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে সেইরূপ কর্মানুষ্ঠানকারী) তথা (কর্ম ও আচার অনুসারে ফলভাগী) ভবতি (হন), সাধুকারী (যিনি সাধুকর্ম করেন অর্থাৎ সাধু কর্ম করাই যাঁহার স্বভাব সেইরূপ ব্যক্তি), সাধুর্ভবতি (উত্তম ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হন), পাপকারী

Scanned by CamScanner

(পাপ কর্ম করাই যাঁহার স্বভাব সেইরূপ ব্যক্তি) পাপো ভবতি (পাপী বলিয়া গণ্য হন), পুণ্যেন কর্মণা (যে কাজ করিলে পুণ্য হয় সেইরূপ কার্যের দ্বারা) পুণ্যো ভবতি (পুণ্যবান্ হইয়া থাকেন), পাপেন (পাপজনক কর্মের দ্বারা) পাপো ভবতি (পাপী বলিয়া গণ্য হন)।

অথো খলু আহুঃ (সংসার বন্ধন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন) অয়ং পুরুষঃ (জীব) কামময়ঃ এব ইতি (কামনাযুক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপকর্মের দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন), সঃ যথাকামঃ ভবতি (জীব যেরূপ কামনা করেন) তৎক্রতুঃ ভবতি (তাঁহার সেইরূপ অধ্যবসায় হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার সেইরূপ সংকল্প হয়), যৎ ক্রতুঃ ভবতি (যেরূপ সংকল্প করেন), তৎ কর্ম কুরুতে (সেইরূপ কর্মই করিয়া থাকেন); যৎ কর্ম কুরুতে (যেরূপ কর্ম করেন) তৎ অভিসংপদ্যতে (সেইরূপ ফললাভ করিয়া থাকেন)।

বাংলা অনুবাদ—এইরূপ সংসারী জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রবণেন্দ্রিয়ময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজঃস্বরূপ, অতেজঃস্বরূপ, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময় বলিয়া প্রতীত হন। তাঁহার আরও রূপ আছে যেমন, প্রত্যক্ষবিষয়যুক্ত ও পরোক্ষবিষয়যুক্ত হন। আত্মা যেহেতু যথাকারী ও যথাচারী সেহেতু কর্মানুসারে স্বকৃতকর্মের ফলভাগী হন। সাধু কর্মকারী সাধু হন ও পাপকর্মকারী পাপী হন। পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্যবান্ হন ও পাপকর্মের দ্বারা পাপী হন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে এই জীব কামনাযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপকর্মে লিপ্ত হন। জীব যেরূপ কামনা করেন সেইরূপ সংকল্প করেন ও যেরূপ সংকল্প করেন সেই রূপ কার্য করেন আবার যেরূপ কার্য করেন সেই রূপ ফল পাইয়া থাকেন।

Scanned by CamScanner

English Translation :—That very self is the Supreme Being (Brahman) and identified with the intellect, the mind, the vital force, the eyes, the ears, the earth, the water, the air, the space, the fire and what is other than fire, the desire and absence of desire, the anger and absence of anger, the righteousness and unrighteousness and with everything. These forms of the self are wellknown. There are other forms also. The self is identified with what is perceived and what is not perceived. The self enjoys the fruit of the action performed by it according to the instructions of the scriptures. As it does good, it becomes good, and as it does evil it becomes evil. By good merits it becomes virtuous. By sinful deeds it becomes sinner. Others say, "This Self has desire". It resolves to get what it desires. What it resolves it does. It attains the fruit of its action.

বাংলা ব্যাখ্যা—সংসারী আত্মাই উপাধিযোগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হন কিন্তু সেই আত্মা প্রকৃতই ব্রহ্মস্বরূপ। বুদ্ধি আত্মাতে আরোপিত হয় বলিয়া বুদ্ধির ধর্ম কর্তৃত্বাদি প্রভৃতিও আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। অতএব উপাধিবশতঃই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবযুক্তরূপে প্রতীত হন। সেই আত্মা মনোময়। জ্ঞানোৎপত্তির কারণবশতঃ মনের সহিত সন্নিকর্ষ হেতু আত্মা মনরূপে প্রতীত হন। আত্মাই প্রাণময়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি বৃত্তি যুক্ত প্রাণের দ্বারাই চেতন আত্মা ক্রিয়াশীল বলিয়া অনুভূত হন। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমেই আত্মা ইন্দ্রিয়গুলির সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধি ও প্রাণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলির সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া শরীরের উৎপাদক পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপদার্থের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন। পার্থিব শরীরের উৎপত্তিতে আত্মা পৃথিবীময়, বরুণলোকের উপযুক্ত জলীয় শরীর সৃষ্টিকালে আত্মা আপোময়, বায়বীয় শরীর সৃষ্টিকালে আত্মা বায়ুময়, আকাশের উপযুক্ত শরীরের সৃষ্টিকালে আত্মা আকাশময়, দেবলোকের উপযুক্ত তৈজস শরীরের উৎপত্তিতে আত্মা তেজোময়, পশু প্রভৃতির শরীর

Scanned by CamScanner

স্থষ্টিকালে এবং নরক ও প্রেতলোকের উপযুক্ত শরীর স্থষ্টিকালে আত্মা অতেজোময় বলিয়া প্রতীত হন।

'আমি ইহা পাইয়াছি এবং উহা পাইব' এই কামনার বশবর্তী হইয়া আত্মা কামময় বলিয়া প্রতীত হন। কামনায় দোষ দেখিয়া কামনা হইতে নিবৃত্ত হইলে আত্মা অকামময় হন। কামনা চরিতার্থ না হইলে ক্রোধের স্থষ্টি হয় তখন আত্মা ক্রোধময় হন। ক্রোধের উপশম হইলে আত্মা অক্রোধময় হন। কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কায করিলে আত্মা অধর্মময় ও কামনারহিত ও ক্রোধমুক্ত হইয়া কার্য করিলে আত্মা ধর্মময় হন। কামনার দ্বারাই জীব কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। জাগতিক সকল পদার্থই ধর্ম ও অধর্মরূপ কাযের ফল। প্রতীতি-গোচর প্রত্যক্ষ কায দ্বারাই আত্মা 'ইদংময়' ও অন্তঃকরণস্থ পরোক্ষ-গোচর কার্যদ্বারা আত্মা 'অদোময়' রূপে প্রতীত হন।

পুরুষ যেরূপ কর্ম করিতে অভ্যস্ত সেইরূপ কর্মই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুযায়ী বিধি ও নিষেধরূপ অবশ্য কর্তব্য কর্ম করিয়া যথাকারী ও যাহা অবশ্য কর্তব্য নহে এইরূপ কর্ম করিয়া পুরুষ যথাচারী হন। উত্তম কাযকারী ব্যক্তি সাধু বলিয়া এবং নীচ ও পাপকার্যে রত ব্যক্তি পাপী বলিয়া অভিহিত হন। পুণ্য কর্মের দ্বারা শুভ ফল প্রাপ্ত হন ও পাপকর্মের দ্বারা নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন।

কামক্রোধের বশবর্তী হইয়া যে পুণ্যাপুণ্য কর্মানুষ্ঠান করা হয় তাহা জীবের সংসার প্রাপ্তি ও লোকান্তর গমনের কারণ হইয়া থাকে। কামনার বশবর্তী হইয়াই জীব পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কামনা পরিত্যাগ করিলে পুণ্য বা পাপ জন্মায় না। কামনাবর্জিত ব্যক্তির পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত থাকিলেও তাহা ফলদায়ক হয় না। যিনি যেরূপ কামনা করেন তিনি সেইরূপ কাম্যবস্তুই লাভ করেন। কামনার ফলেই সংসারপ্রাপ্তি ও লোকান্তরগমন হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—বস্তুতঃ আত্মা ব্রহ্ম এব, পরন্তু আত্মনি বিষয়ারোপেণ আত্মা বহুধা কীর্ত্ত্যতে। আত্মা বিজ্ঞানরূপবুদ্ধ্যুপলক্ষণাদ্ বিজ্ঞানময়ঃ, মনঃ-

Scanned by CamScanner

সন্নিকর্ষাৎ মনোময়ঃ, প্রাণযুক্তত্বাৎ চেতন আত্মা 'চলতীব' ইতি লক্ষণেন প্রাণময়ঃ, রূপদর্শনকালে চক্ষুর্ময়ঃ, শব্দশ্রবণকালে শ্রোত্রময়ঃ ইতি ইন্দ্রিয়ব্যাপারাৎ তত্তন্ময়ো ভবতি। পার্থিবশরীরোপহিতত্বাৎ পৃথিবীময়ঃ, বরুণাদিলোকপ্রাপ্তিহেতোঃ জলময়ঃ, আকাশশরীরপ্রাপ্তিহেতোঃ আকাশময়ঃ, তৈজসানি দেবশরীরাণি, তৎপ্রাপ্তিহেতোঃ তেজোময়ঃ, পশ্বাদিশরীর-নরকপ্রেতাদিশরীরপ্রাপ্তিহেতোঃ অতেজোময়ো ভবতি আত্মা। 'ইদং ময়া প্রাপ্তম্, অদো ময়া প্রাপ্তব্যম্' ইতি অভিলাষত্বাৎ আত্মা কামময়ো ভবতি। কামনায়াঃ দোষদর্শনেন তদভিলাষ-প্রশমাৎ চিত্তস্য প্রসন্নতয়া আত্মা অকামময়ো ভবতি। যদি কামনয়া তৃপ্তির্ন-জায়তে তদা আত্মা ক্রোধময়ো ভবতি। কেনচিৎ কারণেন ক্রোধস্য প্রশমনাৎ আত্মা অক্রোধময়ো জাতঃ। আত্মা কামক্রোধাভ্যাম্ ধর্মময়ো অকাম-ক্রোধাভ্যাম্ অধর্মময়ো ভবতি। কামক্রোধাদিভির্ধর্মে প্রবৃত্তিঃ জায়তে। যেন শাস্ত্রোক্তা বিধিনিষেধাদিগম্যা নিয়তা ক্রিয়া আচরিতা স যথাকারী ভবতি, যেন অনিয়তা ক্রিয়া আচরিতা স যথাচারী ভবতি।

যঃ শুভকর্ম করোতি স সাধুর্ভবতি যোঽশুভকর্ম পাপকর্ম চ করোতি স পাপাত্মা ভবতি। পুণ্যকর্মণা এব পুণ্যাত্মা পাপকর্মণা এব পাপাত্মা ভবতি। কামক্রোধাদিপূর্বকং পুণ্যাপুণ্যকর্ম সংসারস্য কারণং দেহান্তরপ্রাপ্তেঃ কারণঞ্চ। সর্বকর্ম কামম্ অপেক্ষতে, অতঃ পুরুষঃ কামময়ো ভবতি। যঃ সকামস্তস্যাধ্যব-সায়ো নিশ্চয়ো ভবতি। তদনন্তরং ক্রিয়া প্রবর্ততে। প্রাক্ কামনা ততোঽধ্য-বসায়স্ততঃ ক্রিয়া ইতি। যাদৃশী ক্রিয়া ভবতি তাদৃশমেব তস্য ফলম্ ইতি ভাবঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্—স বা অয়ং য এবং সংসরত্যাত্মা ব্রহ্মৈব পর এব যোঽশ-নায়াদ্যতীতঃ। বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানং বুদ্ধিস্তেনোপলক্ষ্যমাণস্তন্ময়ঃ। 'কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইতি হ্যুক্তম্। বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ো যস্মাত্তদ্ধর্মত্বমস্য বিভাব্যতে 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইতি। তথা মনোময়ো মনঃসংনিকর্ষান্মনোময়ঃ। তথা প্রাণময়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিস্তন্ময়ো, যেন চেতনশ্চল-তীব লক্ষ্যতে। তথা চক্ষুর্ময়ো রূপদর্শন কালে। এবং শ্রোত্রময়ঃ শব্দশ্রবণকালে। এবং তস্য তস্যেন্দ্রিয়স্য ব্যাপারোদ্ভবে তত্তন্ময়ো ভবতি।

Scanned by CamScanner

যথাকারী—যথা কর্ত্তুং শীলমস্য স ইতি যথা + কৃ + ণিন্
যথাচারী—যথা আচরিতুং শীলমস্য স ইতি যথা + আ + চর্ + ণিন্
সাধুকারী—সাধু কর্ত্তুং শীলং যস্য স ইতি সাধু + কৃ + ণিন্
পাপকারী—পাপং কর্ত্তুং শীলং যস্য স ইতি পাপ + কৃ + ণিন্
যথাকামঃ—যথা কামঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহিঃ সমাসঃ।
অভিসংপদ্যতে—অভি + সম্ + পদ্ লট্-তে কর্মবাচ্যে।

মন্ত্রঃ—তদেষ শ্লোকো ভবতি—তদেব সক্তঃ সহ কর্মণেতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ ৪।৪।৬

সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—তৎ (সংসারস্য মূলং কামঃ ইতি এতস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তি)। [ভাবিশ্লোকেনেদম বগম্যতে]। সক্তঃ (আসক্তঃ কামেন অভিলাষযুক্তঃ সন্) কর্মণা সহ (কামনাসক্তঃ পুরুষঃ যৎ কর্ম করোতি তেন কর্মণা সহ) তৎ এব এতি (তাদৃশং ফলং প্রাপ্নোতি) যত্র (যস্মিন বিষয়ে) অস্য (জীবস্য) লিঙ্গম্ (সূক্ষ্মং লিঙ্গশরীরং জীবস্য পরিচায়কং বা) মনঃ (ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে মনসঃ প্রধানত্বাৎ করণত্বেন গৃহীতম্) নিষক্তম্ (কামনাযুক্তং ভবতি)। অয়ম্ (জীবঃ) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি কর্ম) ইহ (ইহলোকে) করোতি (সম্পাদয়তি) তস্য কর্মণঃ (তস্য কর্মফলস্য ইতি ভাবঃ) অন্তং প্রাপ্য (নিঃশেষম্ উপভোগানন্তরম্) পুনঃ কর্মণে (ভূয়ঃ কর্ম কর্ত্তুং) তস্মাৎ লোকাৎ (লোকান্তরাৎ) অস্মৈ লোকায় (ইহলোকায়) ঐতি (আগচ্ছতি)। কাময়মানঃ (কর্মফলাসক্তঃ) ইতি নু (লোকান্তরগমনবিষয়ে নিশ্চিতঃ) [যঃ ফলাসক্তস্তস্য লোকান্তরগমনম্, যঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিস্তস্য লোকান্তরগমনং নাস্তি। স মুক্তো ভবতি। কথম্ অকাময়মানঃ ? যঃ অকামঃ

Scanned by CamScanner

স এব অকাময়মানঃ ইতি]। অথ (অনন্তরম্) অকাময়মানঃ (ফলাসক্তিহীনঃ জনঃ) যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ (যস্মাৎ কামাঃ নির্গতাঃ) [কথং কামাঃ নির্গচ্ছন্তি?] আপ্তকামঃ (আপ্তাঃ কামাঃ যেন) [কথম্ আপ্যন্তে কামাঃ?] আত্মকামঃ (আত্মা এব কামঃ যস্য, যেন বস্ত্বনন্তরং ন কাময়িতব্যম্), তস্য (আত্মকামস্য) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াদয়ঃ) ন উৎক্রামন্তি (দেহত্যাগাৎ পরং ন লোকান্তরং গচ্ছন্তি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মস্বরূপ এব) সন্ (ভবন্) ব্রহ্ম অপ্যেতি (ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, অভিন্নতয়া ব্রহ্মণি লীয়তে)।

বাংলা শব্দার্থ—তৎ (কামনাই সংসারের মূল, এই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (ভাবী শ্লোকটি বলা হইতেছে)। সক্তঃ (কর্মে আসক্ত ব্যক্তিই অভিলাষবশতঃ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়) কর্মণা সহ (কর্মের দ্বারা অর্থাৎ কর্ম করিলে) তৎ এব এতি (সেই কৃতকর্মের অনুরূপ ফলই পাইয়া থাকে)। যত্র (যে বিষয়ে) অস্য (জীবের) লিঙ্গং মনঃ (সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট মন অথবা জীবের পরিচায়ক মন) নিষক্তম্ (কামনাযুক্ত হয়)। অয়ং (জীব) যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু কর্ম) ইহলোকে (এই পৃথিবীতে) করোতি (করেন) তস্য কর্মণঃ অন্তং প্রাপ্য (সেই কর্মের ফল নিঃশেষে ভোগ করিবার পর) পুনঃ কর্মণে (পুনরায় কর্ম করিবার জন্য) তস্মাৎ লোকাৎ (লোকান্তর হইতে) অস্মৈ লোকায় (ইহলোকে) ঐতি (আগমন করেন)। কাময়মানঃ (কর্মফলে আসক্ত ব্যক্তি) ইতি নু (লোকান্তরগমনবিষয়ে নিশ্চিত হন)। অথ (তাহার পর) অকাময়মানঃ (ফলাসক্তিহীন ব্যক্তি) [কেন কর্মফলে আসক্তি থাকে না?] যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ (যাহার কামনা দূরীভূত হইয়াছে তিনিই আসক্তিহীন ব্যক্তি) [কিভাবে কামনা দূরীভূত হয়?] আপ্তকামঃ (যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই কামনা দূরীভূত হইয়াছে) [কিভাবে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করা যায়?] আত্মকামঃ (যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মাই যাঁহার কাম্য, অন্য কিছু নহে, তিনিই সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করেন) তস্য (সেই আত্মকাম ব্যক্তির) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) ন উৎক্রামন্তি (দেহত্যাগের পর অন্যলোকে গমন করে না)। ব্রহ্ম এব সন্ (ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া) ব্রহ্ম অপ্যেতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।)

Scanned by CamScanner

বাংলা অনুবাদ—কামনাই যে সংসারের মূল সেই সম্বন্ধে পরবর্তী শ্লোক বা মন্ত্রটি বলা হইতেছে। কর্মে আসক্ত ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করেন সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হন। জীবের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীররূপ মন বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব ইহলোকে যে কর্ম করিয়া থাকেন, পরলোকে যাইয়া সেই কর্মফল নিঃশেষে ভোগ করিয়া পুনরায় কর্ম করিবার জন্য ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। কামনাযুক্ত পুরুষ লোকান্তরগমন বিষয়ে নিশ্চিত হন। যাঁহার কামনা দূরীভূত হইয়াছে তিনি অকাম বা নিষ্কাম ব্যক্তি। যিনি সকল কাম্যবস্তু লাভ করিরাছেন তিনি আপ্তকাম ব্যক্তি আর যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন তিনি আত্মকাম। আত্মকাম ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ লোকান্তরে গমন করে না। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যান্।

English Translation—Regarding desire, there is the following verse. Being attached to the worldly objects he attains the fruit of his action. The mind in the form of subtle body is attached to the objects. Attaining exhaustively in the next world the fruit of whatever he did in this world, he comes to this world again for work. He who desires must transmigrate. But the man who does not desire never transmigrate. He who has no desire and is free from desire attains the Self and hence attains all. His sense organs do not depart. He becomes Brahman and is merged in Brahman.

বাংলা ব্যাখ্যা—কামনাই যে লোকান্তর প্রাপ্তির মূল, সেই বিষয়ে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যিনি যেরূপ কর্মে আসক্ত হন, তিনি সেইরূপ কর্মফলই ভোগ করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীররূপ মনই বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া সূক্ষ্মশরীর নির্মিত হইয়াছে সেই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে মনই প্রধান অর্থাৎ মনের দ্বারাই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই মনই ব্যক্তিকে কর্মে আসক্ত করায়। কর্মে আসক্তির জন্য যে কর্মফল সঞ্চিত হয়, সেই সঞ্চিত কর্মফল ভোগ করিবার জন্য মানুষ দেহান্তর বা লোকান্তর গ্রহণ করেন। কর্মের

Scanned by CamScanner

ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করা হইলে পুনরায় কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ইহলোকে আগমন করেন। এইভাবে মানুষ কামনাযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার এইরূপ কামনা নাই তিনি অকাম ব্যক্তি অর্থাৎ তাঁহার কামনা দূরীভূত হইয়াছে। কিভাবে কামনা দূরীভূত হয়? যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অকাম বা নিষ্কাম ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হন। সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ কিভাবে সম্ভব? যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই সকল কাম্যবস্তু লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মাকে জানাই তাঁহার একমাত্র কামনা। আত্মা ব্যতীত তাঁহার আর কোন কামনাই নাই। যিনি আত্মকাম ব্যক্তি তাঁহার অন্য কাম্যবস্তু না থাকায় তিনি কর্ম করিলেও সেই কর্ম ফলদায়ক হয় না। অতএব নিষ্কাম পুরুষের লোকান্তর গমনও সম্ভবপর নহে। সেইজন্য প্রাণসমূহ ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দেহ হইতে নির্গতও হয় না। সেইরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। ইহজন্মেই তাঁহার ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—সংসারস্য মূলং কামঃ ইত্যালোচনাবসরে মন্দ্রনির্দেশঃ ক্রিয়তে। কামক্রোধাভ্যাং জনঃ কর্মণে প্রভবতি। কর্ম কামমপেক্ষতে। পুরুষঃ যাদৃশং কর্ম করোতি তাদৃশং ফলং প্রাপ্নোতি। তস্য পুরুষস্য মনঃ লিঙ্গস্বরূপম্। মনঃপ্রধানত্বাৎ লিঙ্গস্য মনঃ লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। অথবা লিঙ্গ্যতে অবগম্যতে যেন তৎ লিঙ্গম্। যস্মিন্ নিশ্চয়েন সংসারিণো মনঃ সক্তং, তৎফলপ্রাপ্তিস্তস্য। কর্মফলভোগানন্তরং পুনঃ সংসারে প্রত্যাবর্তনং পুনঃ কর্মকরণায়। কামযুক্তস্য মুক্তিঃ কদাপি ন ভবেৎ। বাহ্যেষু বিষয়েষু আসঙ্গরাহিত্যাদকাময়মানঃ, বাসনারূপকামাভাবাদকামঃ, প্রাপ্তপরমানন্দাৎ নিষ্কামঃ ইত্যর্থঃ। যেন সর্বেঽপি কামাঃ আপ্তাঃ স আপ্তকামঃ। যস্য আত্মা এব কাম্যঃ ন অন্যঃ কাময়িতব্যস্তস্য আত্মকামত্বেন সর্বেঽপি কামাঃ আপ্যন্তে। যঃ আপ্তকামঃ স এব আত্মকামঃ। যঃ আপ্তকামঃ স নিষ্কামঃ অকামঃ অকাময়মানশ্চেতি। সর্বাত্মদর্শিনঃ কাময়িতব্যাভাবাৎ কর্মানুপপত্তিঃ। তস্য অকাময়মানস্য কর্মাভাবে লোকান্তর-গমনাভাবাৎ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ন দেহাদ্ বহির্গচ্ছন্তি। তাদৃশঃ অকামঃ জনঃ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। দেহবান্ পুরুষোঽপি ব্রহ্মবিদ্ ভবতি ন তু শরীর-

Scanned by CamScanner

পাতানন্তরম্। দেহত্যাগাৎ পরং পুনর্জন্ম ন ভবতি। মুক্তিস্তু দ্বিবিধা জীবন্মুক্তিঃ বিদেহমুক্তিশ্চ। অকাময়মানস্য জনস্য দ্বিবিধা মুক্তির্ভবতি।

শাঙ্করভাষ্যম্—তৎ তস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি ভবতি। তদেবৈতি তদেব গচ্ছতি। সক্ত আসক্তঃ তত্র উদ্ভূতাভিলাষঃ সন্নিত্যর্থঃ কথমেতি? সহ কর্মণা, যৎ কর্ম ফলাসক্তঃ সন্ অকরোৎ, তেন কর্মণা সহৈব তদেতি—তৎ ফলম্ এতি। কিং তৎ? লিঙ্গং মনঃ—মনঃপ্রধানত্বাৎ লিঙ্গস্য মনঃ লিঙ্গম্ ইত্যুচ্যতে।

[illegible]।

আলোচ্য ভাষ্যের বাংলা অনুবাদ — পূর্ব মন্ত্রে [illegible] গতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবাত্মার [illegible] করা হইয়াছে এবং সংসার প্রাপ্তির কারণ [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। দেহত্যাগের [illegible] ভোগ করিয়া থাকেন তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] কামনাই সংসারের মূল। যদিও [illegible] হইলেও মন্ত্রের দ্বারা উহাই নির্দেশিত হইয়াছে। [illegible] বন্ধনের কারণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন "ইতি নু কাময়মানঃ" [illegible] সকাম ব্যক্তি সংসারে আবদ্ধ হন' — এইরূপ বলা হইয়াছে। 'অথ অকাময়মানঃ' (অনন্তর নিষ্কাম ব্যক্তি) হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুপ্তিকালীন দৃষ্টান্ত [illegible] দার্ষ্টান্তিক সর্বাত্মভাবরূপ মোক্ষ বর্ণিত হইয়াছে। যে আপ্তকাম, সেই আত্মকাম, তাহারই মোক্ষ হয়। আত্মকামনা ও তাহার [illegible] ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত সম্ভব হয় না তখন ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির কারণ। কামনাই বন্ধনের কারণ হইলেও মুক্তির কারণ যখন বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা তখন বন্ধনের কারণ অবিদ্যা হওয়াই স্বাভাবিক। এই ব্রাহ্মণেই মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় বর্ণিত করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে তাহারই দৃঢ়তা প্রতিপন্ন হইবে।

মন্ত্রঃ—তদেষ শ্লোকো ভবতি—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ইতি

তদ্ যথাঽহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ ॥ ৪।৪।৭

সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—তৎ (তস্মিন্ প্রসঙ্গে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তি)। অস্য (পুরুষস্য) হৃদি (বুদ্ধৌ) যে কামাঃ (তৃষ্ণাদিকামাঃ) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) সর্বে (তে সমস্তাঃ কামাঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) প্রমুচ্যন্তে (সমূলং বিনষ্টাঃ জাতাঃ) অথ (তদা) মর্ত্যঃ (মরণশীলঃ) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) ভবতি। অত্র (অস্মিন্ দেহে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মভাবম্) সমশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)। ইতি তৎ (অস্মিন্ বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ উপন্যস্যতে) যথা মৃতা (প্রাণহীনা) অহিনির্ল্বয়নী (সর্পস্য নির্মোকঃ) বল্মীকে প্রত্যস্তা (বল্মীকে পরিত্যক্তা) শয়ীত (তিষ্ঠতি), এবমেব (তথা) ইদং শরীরম্ (ব্রহ্মজ্ঞস্য স্থূলঃ দেহঃ) শেতে (অনাত্মভাবেন মৃতবৎ পরিত্যক্তং বর্ততে)। অথ (অনন্তরম্) অয়ম্ (জীবঃ) অশরীরঃ (শরীরাভিমানশূন্যঃ) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণঃ পরমাত্মা) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মা এব) তেজ এব (জ্যোতিঃ-স্বরূপঃ) [এতৎ শ্রুত্বা] বৈদেহঃ জনকঃ (জনকো নাম বিদেহদেশাধিপতিঃ) উবাচ হ (উক্তবান্) সঃ (ভবতঃ লব্ধজ্ঞানঃ) অহম্ (জনকঃ) ভগবতে (পূজনীয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়) সহস্রং দদামি (গোসহস্রং দদামি ইত্যর্থঃ)।

বাংলা শব্দার্থ ঃ—তৎ (পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (সেই সম্বন্ধে একটি মন্ত্র আছে)। অস্য (পুরুষের) হৃদি (বুদ্ধিতে বা মনে) যে কামাঃ (তৃষ্ণা প্রভৃতি কামনা) যদা (যখন) প্রমুচ্যন্তে (সমূলে বিনষ্ট হয়) অথ (তখন) মর্ত্যঃ (মরণশীল মানুষ) অমৃতঃ ভবতি (মৃত্যুরহিত হন) অত্র (এই দেহে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মভাব) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। ইতি তৎ (ব্রহ্মবিৎ পুরুষ আব দেহান্তরে গমন করেন না। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল) যথা (যেমন) মৃতা (প্রাণহীন) অহিনির্ল্বয়নী (সর্পের খোলস) বল্মীকেপ্রত্যস্তা শয়ীত (উই ঢিবির উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়) এবমেব (সেইরূপ) ইদং শরীরম্ (পুরুষের স্থূল শরীর) শেতে (শরীর অনাত্ম বলিয়া মৃতের ন্যায়

Scanned by CamScanner

পরিত্যক্ত হয়)। অথ (তাহার পর) অয়ম্ (পুরুষ) অশরীরঃ (শরীরাভিমানশূন্য হইয়া) অমৃতঃ (মৃত্যু রহিত হইয়া) প্রাণঃ ব্রহ্ম এব (পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ) তেজ এব (ও জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া যান)। [ইহা শুনিয়া] বৈদেহঃ জনকঃ (বিদেহ দেশের রাজা জনক) উবাচ হ (বলিলেন) সঃ অহম্ (আপনার নিকট হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া আমি) ভগবতে (পূজনীয় আপনাকে অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিকে) সহস্রং দদামি (এক হাজার গোরু দান করিলাম)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—উক্ত প্রসঙ্গে এইরূপ মন্ত্র আছে। পুরুষের হৃদয়ে যে কামনাগুলি আছে সেই কামনাগুলি যখন সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তখন মরণশীল মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। তখন মানুষ এই দেহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যেমন সর্পের খোলসটি প্রাণহীন অবস্থায় উই ঢিবির উপর পড়িয়া থাকে সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির স্থূল দেহ অনাত্মজ্ঞানে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। তখন সেই ব্যক্তি শরীরাভিমানশূন্য হইয়া মরণরহিত হন। তিনিই প্রাণ, পরমাত্মা ও বিজ্ঞানস্বরূপ হইয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া বিদেহদেশের রাজা জনক বলিলেন যে, আপনার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করায় আপনাকে সহস্র গাভী দান করিলাম।

English Translation—Regarding the previous matter there is this verse. 'When all the desires nourished in his heart are perished, the motal being becomes immortal. He attains Brahman in this body. There is an example. Just as the lifeless slough of a serpent is cast off and lies on the ant-hill, so does the body of the Self lie. Then the Self becomes disembodied, immortal, the vital force, Brahman and the light. Janaka, the king of Videha said, "As I have received these instructions (delivered by you) I offer you one thousand cows."

বাংলা ব্যাখ্যা— যদা সর্বে.....ব্রহ্মৈব তেজ এব।

যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

Scanned by CamScanner

তাদৃশ ব্যক্তির মুক্তিলাভ প্রসঙ্গেই এই মন্ত্রটির অবতারণা করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষ কামনার বশবর্তী হইয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ে কাম্যবস্তু লাভ করিবার বাসনা তীব্র হয়। তখন তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহার কামনা বাসনা দূরীভূত হইয়াছে সেইরূপ আত্মকাম ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি দেহের উপর অভিমান ত্যাগ করিয়া থাকেন ও দেহটিকে মৃত বলিয়া মনে করেন কারণ তিনি তখন আত্মাকে জানিয়াছেন। দেহ আত্মা নহে বলিয়া তিনি দেহটিকে অনায়াসে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ দেহের প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি থাকে না। একটি উপমার সাহায্যে দেখানো হইয়াছে যে, যেমন সর্পের খোলসটি প্রাণহীন বলিয়া সর্প তাহা সহজেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই দেহাভিমান পরিত্যাগ করেন। তিনি শরীরে বর্তমান থাকিলেও শরীরের প্রতি তাঁহার কোন অভিমান থাকে না। তিনি প্রাণেরও প্রাণরূপে অর্থাৎ পরমাত্মরূপে প্রতীত হন। তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ, কারণ তাঁহার জ্ঞানরূপ জ্যোতির দ্বারা জাগতিক পদার্থ পরিদৃশ্যমান হয়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মন্ত্রেঽস্মিন্ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ বর্ণ্যতে। প্রাকৃতজনঃ বিষয়াসক্তঃ। ইহলৌকিকপারলৌকিকফলভোগায় পুত্রবিত্তলোকৈষণাঃ পুরুষস্য হৃদি নিতরাং জায়ন্তে। মর্ত্যঃ এতাদৃশঃ পুরুষঃ যদি নিষ্কামো ভবতি তর্হি সোঽমৃতঃ জাতঃ। সমূলং কামনাপগমাৎ স দেহাভিমানশূন্যঃ, শরীরে বর্তমানোঽপি ব্রহ্মভাবং প্রতিপদ্যতে। যতঃ প্রাণাঃ ব্রহ্মবিদি যথাবস্থিতাঃ তস্মাৎ ন উৎক্রামন্তি। উৎক্রান্তিগত্যাগতিরাহিত্যং যথাবস্থিতত্বম্। বিদ্বান্ মুক্তঃ সন্ আত্মনি বর্তমানঃ সংসারিত্বলক্ষণং ন প্রাপ্নোতি। অত্র অয়ং দৃষ্টান্তঃ—যথা সর্পো বল্মীকে ক্ষিপ্তঃ নির্মোকম্ অনাত্মভাবাৎ পরিত্যজ্যতি তথৈব মুক্তঃ আত্মকামঃ ইদং শরীরম্ অনাত্মভাবেন মৃতবৎ বিজহাতি। কামকর্মযুক্তশরীরাত্মভাবেন সশরীরঃ মৃতঃ, তদ্‌বিয়োগেন অশরীরঃ অমৃতশ্চ ইতি বিবেকঃ। আত্মা এব প্রাণশব্দবাচ্যঃ। ব্রহ্ম এব পরমাত্মা। স বিজ্ঞানস্বরূপঃ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—তৎ তস্মিন্নেবার্থে এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি। যদা যস্মিন্

Scanned by CamScanner

মন্ত্রঃ তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো
মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ ॥ ৪।৪।৮

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—তৎ (আত্মকামঃ মুক্তিং লভতে ইতি এতস্মিন্ অর্থে) এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি (বক্ষ্যমাণাঃ মন্ত্রাঃ সন্তি)—অণুঃ (দুর্বিজ্ঞেয়ঃ) বিততঃ (বিস্তীর্ণো বিস্পষ্টো বা) পুরাণঃ (চিরন্তনঃ) পন্থাঃ (জ্ঞানমার্গঃ) মাং স্পৃষ্টঃ (ময়া লব্ধো বিজ্ঞাতঃ) ময়া এব অনুবিত্তঃ (জ্ঞানপরিপাকাৎ ফলমপি ময়া লব্ধম্)। ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবন্তঃ) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞাঃ) বিমুক্তাঃ (জীবন্মুক্তাঃ) ইতঃ ঊর্ধ্বম্ (শরীরপাতানন্তরম্) স্বর্গং লোকং (মোক্ষাভিধায়কং স্থানম্) অপযন্তি (গচ্ছন্তি)।

বাংলা শব্দার্থ ঃ—তৎ (আত্মকাম ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন এই প্রসঙ্গে) এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি (কতকগুলি মন্ত্র আছে)। অণুঃ (যাহা সহজেই বোধগম্য হয় না) বিততঃ (যাহা বিস্তৃত ও সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে) পুরাণঃ (যাহা চিরকাল রহিয়াছে) পন্থাঃ (এইরূপ জ্ঞানমার্গ) মাং স্পৃষ্টঃ (আমি জানিয়াছি) ময়া এব অনুবিত্তঃ (এবং ফললাভও করিয়াছি)। ধীরা (যাঁহারা প্রজ্ঞাযুক্ত) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিদ্যা জানিয়াছেন) বিমুক্তাঃ (জীবদ্দশায় মুক্ত হইয়া) ইতঃ ঊর্ধ্বম্ (দেহের বিনাশের পর) স্বর্গং লোকং (মোক্ষনামকস্থানে) অপযন্তি (গমন করেন)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—এই বিষয়ে এই মন্ত্রগুলি আছে—দুর্বিজ্ঞেয়, দীর্ঘকাল সাধ্য ও সনাতন বিষয়টি আমি জানিয়াছি ও তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। ধীর ও ব্রহ্মজ্ঞেরা জীবন্মুক্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে সেই মোক্ষধামে গমন করেন।

Scanned by CamScanner

English Translation :—Regarding this there are the following verses. The difficult, extensive and eternal path has been achieved and realised by me. The cognisant sages—the knowers of Brahman—being free from bondage attain liberation at the end of this life.

বাংলা ব্যাখ্যা :—যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই মুক্তিলাভ করেন—এই সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বিস্তৃতভাবে এই মন্ত্রে বলা হইতেছে। আত্মাকে জানা সহজসাধ্য নহে। আত্মাকে জানিবার পথটি অত্যন্ত দুরূহ ও সূক্ষ্ম। আত্মাকে জানিলে সহজেই সংসারচক্র হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই আত্মজ্ঞান চিরন্তন। সেই আত্মজ্ঞানমার্গ যাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা জানিয়াছেন ও বিদ্যালাভের ফলে মুক্তি পাইয়াছেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মোপদেশ হইতে রাজা জনক জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ঋষিরাই নহেন কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিগণও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে ইহজন্মেই বিষয়াসক্তি ও শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। দেহত্যাগের পর আর জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। সেইরূপ ব্যক্তির মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা :—'আত্মকামো মুক্তিং লভতে' ইত্যস্মিন্ বিষয়ে যদ্যপি বহ্বঃ উক্তয়ঃ সন্তি তর্হি তেষাং বিস্তরশঃ প্রতিপাদনস্য হেতোঃ মন্ত্রোঽয়মুচ্যতে। জ্ঞানমার্গোঽতীব দুর্বিজ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মত্বাৎ, অতীব বিস্তীর্ণো দীর্ঘকালসাধ্যত্বাৎ, চিরন্তনো নিত্যশ্চ শ্রুতিপ্রকাশিতত্বাৎ। তাদৃশো জ্ঞানমার্গো মহর্ষিণা জনকেন লব্ধঃ। যে প্রজ্ঞাবন্তো ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মবিদ্যামার্গেণ জীবন্তোঽপি শরীরাভিমানশূন্যাঃ নিষ্কামাঃ অতো বিমুক্তাস্তে দেহপাতানন্তরং ব্রহ্মবিদ্যাফলং মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি। তেষাং মোক্ষপ্রাপ্তিত্বাৎ ন লোকান্তরগমনমিত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্—আত্মকামস্য ব্রহ্মবিদো মোক্ষঃ—ইত্যেতস্মিন্নর্থে মন্ত্রব্রাহ্মণোক্তে, বিস্তরপ্রতিপাদকা এতে শ্লোকা ভবন্তি—অণুঃ সূক্ষ্মঃ পন্থাঃ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ, বিততঃ বিস্তীর্ণঃ, বিস্পষ্টতরণহেতুত্বাদ্বা, 'বিতরঃ' ইতি পাঠান্তরাৎ।

Scanned by CamScanner

মন্ত্র ঃ তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ
পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্ত
স্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥ ৪।৪।৯

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—তস্মিন্ (মোক্ষসাধনমার্গম্) শুক্লম্ (শুভ্রং শুদ্ধং বা) উত (অপি চ) নীলম্ (নীলবর্ণম্) পিঙ্গলম্ (বহ্নিশিখাসদৃশং বর্ণম্) হরিতম্ (পীতম্) লোহিতম্ (জবাকুসুমসদৃশং রক্তবর্ণম্) আহুঃ (মুমুক্ষবঃ বদন্তি) এষঃ হ পন্থাঃ (মোক্ষমার্গঃ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মজ্ঞেন) অনুবিত্তঃ (লব্ধঃ)। পুণ্যকৃৎ (পুণ্যকর্মণা শুদ্ধচিত্তঃ) [এষণাত্যাগানন্তরম্] ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞঃ) তৈজসঃ (পরমাত্মভূতঃ) তেন (উক্তেন মার্গেণ) এতি (গচ্ছতি)।

বাংলা শব্দার্থ—তস্মিন্ (মোক্ষসাধন বিষয়ে) আহুঃ (মুমুক্ষুরা বলিয়া থাকেন) [যে সেই পথ] শুক্লম্ (শুভ্র অতএব শুদ্ধ ও নির্মল), নীলম্ (নীলবর্ণ) পিঙ্গলম্ (অগ্নিশিখার তুল্য বর্ণ), হরিতম্ (হলুদ বর্ণ), লোহিতম্ (রক্তিমবর্ণ)। এষ হ পন্থাঃ (এইরূপ মুক্তির পথ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মজ্ঞ কর্ত্তৃক) অনুবিত্তঃ (প্রাপ্ত হয়)। পুণ্যকৃৎ (পুণ্যকর্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হন) তৈজসঃ (তেজোময় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া) তেন (মোক্ষমার্গে) এতি (গমন করিয়া থাকেন)।

বাংলা অনুবাদ—মোক্ষমার্গ সম্বন্ধে মুমুক্ষুরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ পথ শুভ্র, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ বা লোহিত বর্ণ সদৃশ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি ঐ পথ প্রাপ্ত হন। যিনি পুণ্য করিয়াছেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মে একীভূত হইয়া ঐ মার্গে গমন করিয়া থাকেন।

English Translation—Some speak of it as white, blue, tawny, yellow or red. This path is realised by the knower of Brahman. He who has done good deeds, who knows Brahman and who is identified with Supreme Being in the form of light reaches the very path.

Scanned by CamScanner

বাংলা ব্যাখ্যা—মোক্ষসাধন বিষয়ে মুক্তিকামী পুরুষগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। কোন কোন মুমুক্ষু বলেন যে, মুক্তির পথ শুদ্ধ ও নির্মল। অপরে বলেন—এই পথ নীল, অগ্নিশিখার তুল্য পিঙ্গল, হরিত বা লোহিত বর্ণ। তাঁহারা মুক্তির পথকে বর্ণবিশিষ্টরূপেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের শারীরিক দোষ বশতই জ্ঞানমার্গ ঐরূপ শুক্লাদি বর্ণযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মবিদ্যালাভের পথ উহা হইতে ভিন্ন। জ্ঞানিগণ আত্মকামনা-পরায়ণ বলিয়া বিষয়কামনামুক্ত হন। এইরূপে সাংসারিক কামনার বিনাশ হইলে সংসারে পুনরাগমন হয় না। এইরূপ জ্ঞান পথই পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনুভব করিয়া থাকেন এবং সেই পথেই গমন করেন। যিনি পূর্বজন্মে পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া পরে সর্বাধিক কামনা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মজ্যোতিতে নিজেকে একীভূত করিয়াছেন তিনিই পুণ্যকৃৎ। যিনি পুণ্যকৃৎ তিনিই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন।

সংস্কৃত তাৎপর্য—মোক্ষসাধনবিষয়ে অস্তি মহান্ বিপ্রতিপত্তিঃ। মোক্ষ-সাধনমার্গঃ মুমুক্ষুভিঃ পৃথক্‌রূপেণ লক্ষিতঃ। তাদৃশং মার্গং শুদ্ধং বিমলমিতি তে আহুঃ। কেঽপি বদন্তি নীলং, পিঙ্গলং, হরিতং লোহিতং বা তং মার্গম্ আদিত্যং বা মোক্ষমার্গমিতি। পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যামার্গঃ বর্ণরহিতঃ। পুরুষাণাং দোষবশাৎ ভ্রমবশাচ্চ জ্ঞানমার্গঃ বর্ণযুক্তঃ ইতি উচ্যতে। যঃ পুণ্যকৃৎ পূর্বং পুণ্যং কৃত্বা পুত্র-বিত্তৈষণাত্যাগাৎ পরমাত্মতেজসা আত্মানম্ সংযোজ্য আত্মভূতে ভবতি ; যঃ আত্মবিৎ স ব্রহ্মবিৎ, তাদৃশঃ জনঃ মোক্ষমার্গমধিগচ্ছতি ইতি ভাবঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্—তস্মিন্ মোক্ষসাধনমার্গে বিপ্রতিপত্তির্মুমুক্ষূণাম্, কথম্? তস্মিন্ শুক্লং শুদ্ধং বিমলমাহুঃ কেচিৎ মুমুক্ষবঃ, নীলমন্যে, পিঙ্গলমন্যে, হরিতঃ লোহিতঞ্চ যথাদর্শনম্। নাড্যস্তেতাঃ সুষুম্নাদ্যাঃ শ্লেষ্মাদিরসসম্পূর্ণাঃ—শুক্ল

মন্ত্র ঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৪।৪।১০

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—যে অবিদ্যাম্ উপাসতে (যে বিদ্যাবিরোধি জ্ঞানরহিতম্ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম উপাসতে) [তে] অন্ধং তমঃ (দর্শনপ্রতিরোধকং জ্ঞানবিরোধিনং সংসারমার্গম্) প্রবিশন্তি। যে উ (অপি) বিদ্যায়াং (দেবতায়াঃ উপাসনায়াম্) রতাঃ (নিযুক্তাঃ) [তে] ততঃ (তস্মাৎ) ভূয়ঃ ইব (অধিকমিব) তমঃ (অজ্ঞানম্) প্রবিশন্তি।

বাংলা শব্দার্থ—যে অবিদ্যাম্ উপাসতে (যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাবিরোধি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠান করেন) [তাঁহারা] অন্ধং তমঃ (দৃষ্টির অগোচর অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন)। যে উ (আবার যাঁহারা) বিদ্যায়াম্ (দেবতার উপাসনায়) রতাঃ (আসক্ত হন) তে (তাঁহারা) ততঃ ভূয়ঃ ইব (যেন তাহার অধিক) তমঃ (অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—যাঁহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা দৃষ্টির অগোচর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। আবার যাঁহারা বিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা উহা হইতে যেন অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

English Translation :—Those who are devoted to the sacrificial rites enter into blinding darkness and those who are devoted to the Vedas enter into greater darkness.

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ—এই মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যা শব্দ দুইটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানরহিত কর্মকে 'অবিদ্যা' বলা হইয়াছে যেমন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠান। যজ্ঞের দ্বারা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ সকাম কর্মের দ্বারা পুরুষ দেহ হইতে দেহান্তরে সংসারচক্রে আবর্তন করে মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন, "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ"... অর্থাৎ কর্মের দ্বারাই জীবন ধারণ করিবে। সকাম কর্মের দ্বারা মানুষের কামনার নিবৃত্তি হয় না। তাঁহার কামনা ক্রমশই বর্দ্ধিত হয়। এইভাবে মর্ত্যলোকে বিচরণ করা ব্যতীত তাঁহার আর গত্যন্তর

Scanned by CamScanner

থাকে না। সংসাররূপ অজ্ঞানের অন্ধকারে তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান আর যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী তাহাই অজ্ঞান। নিষ্কাম কর্মের ফল ব্রহ্মজ্ঞান আর সকামকর্মের ফলে যাহা লাভ করা যায় তাহা অজ্ঞান। অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী আর জ্ঞান বলিতে ব্রহ্মজ্ঞানকেই বুঝায়। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই সংসারের কামনা বাসনা দূরীভূত হয়।

যাঁহারা কর্মত্যাগ করিয়া দেবতার উপাসনা করেন তাঁহারাও অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হন। যজ্ঞীয় কর্ম ও দেবতার উপাসনা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। দেবতার উপাসনা যজ্ঞকর্ম ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব যে উপাসনায় কর্মের প্রাধান্য রহিয়াছে সেই উপাসনার দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। এখানে বিভিন্ন দেবতার উপাসনাকেই বিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেবতার উপাসনার দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। অতএব মোক্ষলাভ করিতে হইলে বিদ্যা বা অবিদ্যা কোনটিরই প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কর্মরূপ অবিদ্যায় নিরত তাঁহারা যেমন অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করেন সেইরূপ যাঁহারা দেবতার উপাসনারূপ বিদ্যায় নিরত তাঁহারাও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। জ্ঞানের অভাবই অন্ধকার। জ্ঞান অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। বিদ্যা বা অবিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সেইজন্য বিদ্যাতে ও অবিদ্যাতে আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে এবং জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিতে হইবে। যিনি জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা :—অস্মিন্ মন্ত্রে প্রস্তুতজ্ঞানমার্গস্তুত্যর্থং মার্গান্তরস্য নিন্দা ক্রিয়তে। অন্ধকারে যথা কশ্চিৎ জনঃ কিমপি ন পশ্যতি ; তথা অজ্ঞানান্ধকারে কোঽপি জনঃ ব্রহ্মজ্ঞানং ন লভতে যতো ব্রহ্মজ্ঞানম্ অজ্ঞানবিরোধি। যো যাগকর্মণি নিরতঃ স সংসারবন্ধনাৎ কদাপি ন মুচ্যতে আত্মজ্ঞানাভাবাৎ। আত্মজ্ঞানং হি তৈজসং জ্যোতিঃস্বরূপম্ তদভাবঃ অন্ধকারঃ স হি অন্ধবৎ প্রতীয়তে। যাগকর্ম অত্র অবিদ্যাশব্দেন গম্যতে। বিদ্যা হি দৈবতোপাসনা। কর্ম বিনা উপাসনা ন হি সম্ভবতি। উপাসনয়া কামাসক্তিঃ নৈব দূরীভবতি।

Scanned by CamScanner

অতঃ নিষ্কামকর্মত্বাভাবাদ্ উপাসনয়া ব্রহ্মজ্ঞানং ন সম্ভবেৎ। ব্রহ্মজ্ঞানং হি অজ্ঞানবিরোধি। ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব অজ্ঞানং তিরস্কৃতং ভবেৎ। অতঃ বিদ্যয়া অবিদ্যয়া চ ব্রহ্মজ্ঞানং ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্—অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ সংসারনিয়ামকং প্রবিশন্তি প্রতিপদ্যন্তে। কে? যে অবিদ্যাং বিদ্যাতোঽন্যাং সাধ্যসাধনলক্ষণামুপাসতে—কর্ম অনুবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদপি ভূয় ইব বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যে তু বিদ্যায়াম্ অবিদ্যাবস্তুপ্রতিপাদিকায়াং কর্মার্থায়াং এষ্যামেব বিদ্যায়াং রতা অভিরতাঃ—বিধিপ্রতিষেধপর এব বেদঃ, নান্যোঽস্তীত্যুপনিষদর্থানপেক্ষিণ ইত্যর্থঃ।

টীকা—বিদ্যা—দেবতার উপাসনা অর্থেই বিদ্যা শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেবতা অর্থ পরমব্রহ্ম নহেন। বিভিন্ন কর্মের ফলদাতা দেবতা। উপাসনায় দেবলোক প্রাপ্তি হয়, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

অবিদ্যা—অবিদ্যা কথাটির অর্থ জ্ঞানরহিত কর্ম। কামনার বশবর্তী হইয়াই মানুষ জ্ঞানরহিত কর্ম করিয়া থাকে। আর এইরূপ সকাম কর্মের দ্বারাই মানুষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বেদের কর্মকাণ্ডে যে সকল যাগযজ্ঞের বিধান আছে, তাহার দ্বারা স্বর্গলাভ হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা সেই কর্মের ফলস্বরূপ সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

অন্ধং তমঃ—যে অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান না হওয়ায় তাঁহারা বিষয়-বাসনারূপ অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হন।

ইব—যেন অর্থে ইব শব্দের প্রয়োগ। অন্ধকারে যেমন কিছুই দেখা যায় না সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান না হইলে ব্রহ্ম বা আত্মদর্শন হয় না। বিদ্যা বা অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না বলিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যায় আসক্ত ব্যক্তিগণ যেন অজ্ঞানের অন্ধকারেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে সংসাররূপ অজ্ঞানই তাঁহাদের আশ্রয় হইয়া থাকে।

Scanned by CamScanner

মন্ত্রঃ অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥ ৪।৪।১১

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—অনন্দাঃ (আনন্দরহিতাঃ) নাম তে লোকাঃ (লোকান্তরাঃ) অন্ধেন তমসা (অজ্ঞানান্ধকারেণ) আবৃতাঃ (ব্যাপ্তাঃ)। অবিদ্বাংসঃ (আত্মবিদ্যাহীনাঃ) অবুধঃ (বোধবর্জিতাঃ) যে জনাঃ তে প্রেত্য (মরণাৎ পরম্) তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।

বাংলা শব্দার্থ—অনন্দাঃ (নিরানন্দ) নাম তে লোকা (লোকান্তর) অন্ধেন তমসা (দৃষ্টি প্রতিরোধক অন্ধকারের দ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছন্ন)। যে জনাঃ (যাঁহারা) অবিদ্বাংসঃ (আত্মজ্ঞানহীন) অবুধঃ (আত্মবোধহীন) তে প্রেত্য (মৃত্যুর পর) তান্ (সেই লোকান্তরসমূহে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করেন)।

বাংলা অনুবাদ—যাঁহারা আত্মবিদ্যাহীন ও বুদ্ধিহীন তাঁহারা মৃত্যুর পর অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত আনন্দহীন লোকে গমন করেন।

English Translation—The other worlds are devoid of bliss and covered by blinding darkness. Those who are ignorant and unwise attain these worlds after death.

বাংলা ব্যাখ্যা—সাধারণ মানুষ দেহ ও ইন্দ্রিয়সুখে নিরত থাকিয়া মৃত্যুর পর যে লোকে গমন করে তাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও আনন্দরহিত। যাঁহারা কর্মে ও কর্মের অঙ্গীভূত উপাসনায় ব্যাপৃত থাকেন তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও আত্মজ্ঞানহীন বলিয়া মৃত্যুর পর অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেই গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করায় আনন্দলোকেই বিচরণ করেন।

Scanned by CamScanner

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—শাস্ত্রজ্ঞাননিষ্ণাতোঽপি ব্রহ্মজ্ঞানরহিতত্বাদ্ অবিদ্বান্, আত্মবোধহীনত্বাৎ বুদ্ধিহীনশ্চ। তাদৃশো জনো মরণোত্তরকালে যং লোকং গচ্ছতি স লোকঃ অন্ধকারাতিশয়েন পরিবৃতঃ। নাস্তি তত্র আনন্দলেশঃ। দুঃখ-পূর্ণংহি তৎস্থানম্। পরন্তু যো জনো ব্রহ্মবিদ্যামধিগচ্ছতি তস্য মনঃ আনন্দপূর্ণং যতঃ সচ্চিদানন্দরূপং ব্রহ্ম হি তেনাধিগতম্। স জনঃ স্বয়মেব পূর্ণানন্দো ভবেৎ।

শাঙ্করভাষ্যম্—যদি তে অদর্শনলক্ষণং তমঃ প্রবিশন্তি, কো দোষঃ, ইত্যুচ্যতে—আনন্দাঃ অনানন্দাঃ অসুখা নামতে লোকাঃ তেনান্ধেনাদর্শন-লক্ষণেন তমসা আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ, তে তস্যাজ্ঞানতমসো গোচরাঃ, তান্ তে প্রেত্য মৃত্বা অভিগচ্ছন্তি অভিযান্তি। কে? যে অবিদ্বাংসঃ,কিং সামান্যেনাবিদ্বত্তামাত্রেণ? নেত্যুচ্যতে—অবুধঃ, বুধেরবগমনার্থস্য ধাতোঃ ক্বিপ্-প্রত্যয়ান্তস্য রূপম্, আত্মাবগমবর্জিতা ইত্যর্থঃ। জনাঃ প্রাকৃতা এব জননধর্মাণো বা ইত্যেতৎ।

টীকা— অবুধঃ—বুধ্ + ক্বিপ্ প্রথমার বহুবচন।

অবিদ্বাংশঃ—শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় তাঁহাদের অবিদ্বান্ বলা হয়। কারণ এ স্থলে বিদ্যা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যাই বুঝাইতেছে।

মন্ত্র— আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ॥ ৪।৪।১২

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থঃ—পূরুষঃ (কশ্চিৎ জনঃ) চেৎ (যদি) অয়ম্ অস্মি ইতি (অহং স ভবামি) আত্মানম্ (পরমাত্মানম্) বিজানীয়াৎ (প্রতীয়াৎ) [তদা সঃ] কিম্ ইচ্ছন্ (কিং কাময়মানঃ) কস্য কামায় (আত্মনঃ ব্যতিরিক্তস্য কস্য প্রয়োজনায়) শরীরম্ অনু (শরীরং লক্ষ্যীকৃত্য) সংজ্বরেৎ (সম্যগ্ দুঃখী ভবেৎ)।

Scanned by CamScanner